শেষ হল সিডনি অলিম্পিক পার্কে বৈশাখী মেলা

-কাউসার খান

প্রায় দুই দশকের ধারাবাহিকতায় এবারও বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নিতে গতকাল ১৮ এপ্রিল শনিবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসছিল বাংলাদেশের বাইরে সবচে' বড় বৈশাখী মেলা। সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে এ মেলা।

বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত সিডনির অলিম্পিক পার্কের টেনিস সেন্টারের এ উ□সবে সিডনি ছাড়াও মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, পার্থ, অ্যাডিলেডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাঙালি-বাংলাদেশিরা সমবেত হয়েছিলেন। পোশাকে-আশাকে, সাজ-সজ্জায়, ভোজে-আড্ডায় এই দিনটিতে ষোলো আনা বাঙালিয়ানায় মেতে উঠেছিল হাজার হাজার বাঙালি। দেশি-বিদেশি রকমারি খাবারের দোকান ছাড়াও বই ও পোশাকের ষ্টল ছিল বেশি। প্রবাসের মাটিতে আয়োজিত হলেও এই দিনটিতে যেন সিডনির অলিম্পিক পার্ক হয়ে ওঠেছিল লাল-সবুজের এক টুকরো বাংলাদেশ।

প্রায় ২০ হাজার বাঙালি-বাংলাদেশির এ মেলায় নাচ-গান-কবিতা-স্মৃতিচারণা-কথামালার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দিনমান ছোট ছোট আড্ডায় মেতেছিল মেলায় আগত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন ও দেশী-বিদেশী শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্পীরাও মাতিয়েছেন এ মেলা। এবার বাংলাদেশ থেকে আখিঁ আলমগীর এসেছিলেন গান করতে কিন্তু শুরু করলেও বৃষ্টির জন্য তিনি আর গান করতে পারেন নি।
মেলায় উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরোধীদলীয় প্রধান বিল শর্টেন সহ প্রধানমন্ত্রী ও নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী'র বিভিন্ন প্রতিনিধি। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ায় নিয়োজিত বাংলাদেশ হাই কমিশনার কাজী ইমতিয়াজ হোসেনও উপস্থিত ছিলেন।

শেষ দিকে বৃষ্টিতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও ঝমকালো আতশবাজির আলোকিত উচ্ছ্বাস নিয়েই ঘরে ফেরে বাঙালি বৈশাখী মানুষজন।

অন্যদিকে, বৈশাখী মেলার এ নতুন স্থান নিয়ে অভিযোগ রয়েছে অনেকের।অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পার্কিং থেকে লাইন দিয়ে টিকেট কেটে ভিতরে ঢোকা পর্যন্ত প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় নষ্ট হওয়া নিয়ে। আবার অনেকে টেনিস সেন্টারটির মাঝখানে মঞ্চ তৈরি করে বৈশাখী মেলাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ভর না করে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন, অনেকে এ মেলায় আরেকটু বেশি স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করার অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে, মেলার সভাপতি শেখ শামীমুল হক বলেন, আমরা অভিযোগ,পরামর্শ, অনুরোধগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করছি, খুব দ্রুত এগুলো নিয়ে কাজ করবো। আমরা সবার সবার সহযোগিতায় চাই। আশা করি, আগামীতে আরো ভালো হবে।

কাউসার খান,
সিডনি ,অস্ট্রেলিয়া
Email: kawsark@gmail.com

CommonwealthBank
Bengali New Year Festival 2015
Sydney
organised by

BRIGHT

FREE ENGLISH
CLASSES